যখন ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন মু'মিনরা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃযখন ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন মু'মিনরা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৪ নিসা, আয়াতঃ ৬৫

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

অর্থঃ অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পন না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২৪ নূর, আয়াতঃ ৫১

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

অর্থঃ মু'মিনদের উক্তি তো এই যখন তদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম।

একটি হাদীস মুসলিম-১২৫; আহমদ-২৭৯০৪; রিয়াদুস সালেহীন- ১৬৮

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর উপর সুরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াতটি নাযিল হল

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)

অর্থঃ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর তোমাদের মনে যা রয়েছে তা যদি প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ সেটার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা

করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তা সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হল।

সাহাবীরা তখন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর দরবারে গমণ করে নতজানু হয়ে নিবেদন করলেন। ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ)!

সালাত, জিহাদ, সিয়াম, সাদাকা, ইত্যাদি কাজ সমূহ আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, যা আমরা আদায় করতে সক্ষম। অথচ আপনার উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে। যা আমরা পালন করতে অপারগ।

রাসুল(সাঃ) বললেনঃ তোমাদের পূর্বের দু'কিতাবধারী ইয়াহুদী ও নাসারারা যেমন বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমনি বলতে চাও?

বরং তোমরা এভাবে বল

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)

আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আর আপনার কাছে ফিরে যেতে হবে।

জনতা যখন এটা তেলাওয়াত করল এবং তাদের জিহ্বা অনুগত হলো তখন আল্লাহপাক উক্ত(২৮৪) আয়াতের পর নিম্নোক্ত (২৮৫) আয়াতটি নাযিল করেন।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)

অর্থঃ রাসুল বিশ্বাস করেছেন , যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ঈমানদারগণেরও। প্রত্যেকেই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলেছেন আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন স্থল।

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন, তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের হুকুম বদল করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)

আল্লাহ সামর্থের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেন না।সে যা ভালো করেছে তা তার কল্যাণে আসবে। এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে। হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছেন আর

আমাদের উপর এমন ভার দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের মুক্তি দান করুন, ক্ষমা করুন, দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে কাফেরদের উপর সাহায্য করুন।

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তার জন্য তার কর্মের সওয়াব রয়েছে এবং আযাবও রয়েছে।(তারা বলে) হে আমাদের রব! আমরা ভূল-ত্রুটি করে থাকলে সেজন্য আপনি আমাদের গ্রেফতারও করবেন না, আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে।তারা বলেন, হে আমাদের রব!আমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের উপর যেমন আপনি (কঠিন আদেশের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন তেমন কোন বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে হে আমাদের রব্ব! আমাদের উপর এমন কোন দায়িত্ব ভার দিবেন না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের গুনাহসমূহ মোচন করে দিন। আমাদের গুণাহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই কাফেরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মাত্র ৩টি আয়াত। সুরা বাকারার ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬ মুখস্ত করে ফেলি। ভাল করে অর্থ বুঝে নেই।

প্রতিটি শব্দের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।সালাতে এই ৩টি আয়াত তেলাওয়াত করি। ঘুমানোর আগে সুরা ফাতেহা(একটা নূর) এবং ২৮৫, ২৮৬ (আরেকটি নূর) তেলাওয়াত করি। তেলাওয়াতের সময় অর্থের দিক খেয়াল রাখি। আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন সেদিকেও গভীরভাবে মনোনিবেশ করি।

আল্লাহ আমাদের গুনাহ্সমূহ মোচন করে দিন, আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করুন। আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....